৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ – ৩ আষাঢ়, ১৪২৮ ঃ ১২ জুন – ১৮ জুন, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 33, 12 JUNE - 18 JUNE, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যের গড়া পরীক্ষা কমিটিও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক

পরীক্ষা বাতিলের সুপারিশ করল আইসিএসই ও সিবিএসই-র পথ ধরে। এই সুপারিশ মেনে নিল রাজ্য সরকারও। তবে ফল প্রকাশে মূল্যায়ণ কীভাবে হবে তা নিয়ে চলছে চর্চা। বার করতে হবে সর্বজনহিতায় পন্থা।

রবিবার : সোশাল মিডিয়ায় ভুল খবরের লিংক ছড়িয়ে অশান্তি

সৃষ্টির চেষ্টা চলছে বলে রাজ্য প্রশাসন এবার নানা দিক থেকে তৎপর হয়ে উঠল। গোয়েন্দা সংস্থাকে ইতিমধ্যেই কাজে লাগানো হয়েছে ভুয়ো খবরের সোর্স খুঁজতে। এবার কেন্দ্রকেও সেই তথ্য পাঠাল রাজ্য সরকার।

সোমবার : ইয়াসের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে শুরু হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রকের যুগ্মসচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় দলের পরিদর্শন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দুই দলে ঘুরে দেখেন তারা। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক সেরে দিল্লি ফিরে যাবার আগে বৈঠক হয় নবান্নে।

মঙ্গলবার : জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ১৮ থেকে ৪৪

বছরের জন্য টিকা নীতি ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগের নিয়ম বদলে সমস্ত বয়সের টিকাই বিনামূল্যে রাজ্যকে সরবরাহ করবে কেন্দ্র। আগে শুধু ৪৫ বছরের উপরের টিকাই সরবরাহ করতো কেন্দ্র। বাকিটা কিনতে হতো।

বুধবার : বন্যা কবলিত এলাকায় পানীয় জলের সংকট

সর্বত্র। গত বছর গ্রামীণ এলাকার বাড়ি বাড়ি নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য চালু হয়েছিল রাজ্য সরকারের জল-স্বপ্ন প্রকল্প। তেমন সাফল্য না মিললেও এবার চলতি আর্থিক বছরেই এককোটি বাড়িতে জল দেবার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার : নিউ টাউনের এক আবাসনে লুকিয়ে ছিল পঞ্জাবের

দুই গ্যাংস্টার। এক দুর্ধর্ষ অপারেশনে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হল তাদের। ২৫ মিনিটের এনকাউন্টারে গুরুতর আহত হয়েছেন এসটিএফ-এর এক জওয়ানও। পাওয়া যাচ্ছে পাক যোগও।

শুক্রবার : কোভিড সক্রমণের ভয়ে গতবারের মতো এবারও ভক্তশূন্য

হতে চলেছে পুরীর রথযাত্রা। আগামী ১২ জুলাই পথে বেরোবেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে এক একটি রথ টানতে পারবেন ৫০০ পুরোহিত। উল্টোরথেও বজায় থাকবে একই নিয়ম।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ঘুষের ভবিষ্যত

শক্তি ধর : ঘুষ বড় বিষম বস্তু। এর খপ্পরে পড়া মানুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে নেহাত কম নয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশানাল ২০০৫ সালে এক সমীক্ষায় দেখেছে ৬২ শতাংশের উপর ভারতবাসীকে কোনও না কোনও কাজের জন্য ঘুষ দিতে হয়েছে। ২০০৮ সালে করা সমীক্ষায় উঠে এসেছে ৫০ শতাংশ ভারতবাসীর হাতেগরম অভিজ্ঞতা আছে ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে। এটা কোনও চমকে ওঠার মতো তথ্য নয়। যারা নানা কাজের সূত্রে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত বা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেন তারা ঘুষ দেওয়া বা নেওয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। তবে গুপী-বাঘার দেখা ভূতেদের মতো ঘুষেরও নানা রকমফের আছে। কোথাও দিতে হয় মোটা ঘুষ, আবার কোথাও সরু। নিচু স্তরে পিওন-চাপরাশিদের চুনোপুঁটি ঘুষ, কেরানীদের জন্য বাবু ঘুষ এবং অফিসারদের জন্য সাহেব ঘুষের কথা সর্বজনবিদিত। কেউ ঘুষ নিতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত পাতে আবার কেউ ঠাণ্ডা ঘরে বসে ড্রয়ার খুলে দেয় বা সহায়কদের লেলিয়ে দেয়। কেউ আবার নগদে না নিয়ে ভোগ্য বস্তুতে নিতে পছন্দ করেন। উদ্দেশ্য সকলেরই এক। এক ঘেঁয়ে উপার্জনের বাইরে উপরির স্বাদ পেতে এক অমোঘ আকর্ষণে এগিয়ে যাওয়া এবং পারিবারিক জীবনকে রঙে রসে ভরিয়ে তোলা। তবে ঘুষ দরিয়ায় সাঁতার কাটতে হবে পাঁকাল মাছের মতো। গৃহীদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারে থাকতে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন অনেকটা

সেইভাবে। পাঁকের মধ্যে থাকতে হবে কিন্তু গায়ে পাঁক লাগানো যাবে না অর্থাৎ ধরা পড়া যাবে না। তাহলেই তুমি মহান, ফুল মালা উপহার সম্মান সব পাবে। আর যদি চুনোপুঁটি ঘুষেও ধরা পড়ো তবে জীবন কাটাতে হবে মহাপাতকের মতো। টানা হ্যাঁচড়ার শেষ নেই।

ঘুষ বড় রহস্যময়। সকলে একে দুর্নীতি বলে ঘৃণা করে অথচ সময়-অসময়ে বিবেক বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে একেই আঁকড়ে ধরতে হয় পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার হয়ে। আসলে এর পিছনে যে রিপুটি কাজ করে তার নাম লোভ। যাকে জয় করতে পারেন নি স্বয়ং মুনি ঋষিরাও। তাই ২০১৯ সালের 'করাপশান পারসেপশন ইনডেক্স'-এ ১৮০টি দেশের মধ্যে ৮০ তম স্থান ভারতবর্ষের। অথচ আশ্চর্যের এটাই যে ভারতবর্ষে ঘুষ নিয়ে সাজা পাওয়ার সংখ্যা নেহাতই বিরল। বিশেষজ্ঞরা বলেন এর প্রধান কারণ প্রমাণের অভাব। যা যোগাড় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এমন স্পর্শকাতর বলেই ঘুষ নিয়ে দেশে বহু চর্চা হলেও এর উৎস সন্ধানে কোনও ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। ভারতবর্ষে প্রশাসনিক বিবর্তনের ইতিহাস ধরে এগোলে দেখা যায় রাজা-রাজরা-জমিদারদের খাজাঞ্চিখানা বা নায়েব দফতরে ঘুষ চালু ছিল। এর জমি ওর নামে, খাজনার হেরফের বা ফসলের হাতবদলে নগদে বা ভোগ্যবস্তুতে ঘুষ ছিল প্রধান হাতিয়ার। এই পরম্পরা ধরে নবাব-বাদশাদের সেরেস্তা বা দরবারেও ঘুষের চলাচল ছিল অপ্রতিরোধ্য। এমনকি ইংরেজ বণিকরা নবাবদের ঘুষ দিয়ে বহু জায়গীর বা পরগনার অধিকার স্বত্ব আদায় করেছে। ক্ষমতায় না থেকেও সেখানে নিজেদের অধিকার কায়েম করেছে ঘুষকে হাতিয়ার করে। বস্তুতঃ এই ঘুষ পোকাই নবাবী শাসনের ভিত খেয়ে নিয়ে ধ্বসিয়ে দেয় পুরো সাম্রাজ্যকেই।

এরপর তিনের পাতায়

ক্ষমতার জন্যই কী দল বদল?

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতা-নেত্রীদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তাই তাঁরা মুক্তি পেতে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। এমনকি অনেক নেতা হাওয়াই জাহাজে উড়ে গিয়ে দিল্লিতে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেন। তখন তাদের চোখে মুখে মোদীজি আর অমিত শা'র আলো ঝলমল করছিল। ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। আবার অনেক নেতা-নেত্রী-বিধায়ক টিকিট না পেয়ে ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সোনালী গুহতো চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। কয়েক জন নেতা বিজেপিতে এসেই রাতারাতি টিকিট পেয়ে গেলেন। সিঙ্গুরের প্রবীন বিধায়ক মাস্টার মশাইও আবার বিধায়ক হবার স্বপ্ন বিভোর হয়ে ওঠেন। রাজীব ব্যানার্জী, বৈশালী ডালমিয়া, প্রবীর ঘোষাল, জীতেন্দ্র তিওয়ারী বিজেপিতে এসেই টিকিট পেলেন। একদা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন চিফ 'চাণক্য' মুকুল রায় বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি হয়েছেন। তিনিও তাঁর ক্যারিশমায় তাঁর বহু অনুগামীদেরই বিজেপিতে জয়েন করিয়েছেন। 'চাণক্য' সিওর ছিলেন এবার তৃণমূল সরকারের পতন হবেই। কিন্তু গত ২ মে বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হতেই দলবদলু নেতা-

নেত্রীরা হতবাক। এ কি হল এত হিসেব নিকেষ সব বিফলে গেল। আবারও তৃণমূল ক্ষমতায় এবং ২১৩ আসন নিয়ে। অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছর স্থায়ী ও মজবুত সরকার তৃণমূলের দখলে। বিজেপির মধ্যে শুরু হল কাদা ছোঁড়াছুড়ি। সবাই-সবাইকে দোষ দিতে ব্যস্ত। এখন একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া নেতা নেত্রীরা আবারও তৃণমূলে ফিরতে চাইছেন। কেউ বলছেন আবেগে ভুল করেছি, জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, তেমনি আমি তৃণমূল ছাড়া বাঁচতে পারব না। এখন অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসত, তাহলে কি বিজেপি ছেড়ে ওনারা আবার তৃণমূলে ফিরতেন? মুকুল রায়, পুত্র শুভ্রাংশু আবারও তৃণমূলে যোগ দিলেন। আরো অনেকেই নাকি পা বাড়িয়ে আছেন। 'দিদি' একবার সায় দিলেই আবার তৃণমূলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সাধারণ মানুষ কিন্তু এই দল বদলুদেরকেই দুষছে বিজেপির হার হিসাবে, এদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ইতিমধ্যে। তবে অবশ্য নীতি আদর্শে কঠোর বিজেপি কর্মী থেকে নেতারা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে এই দল বদলের নাটক।

এরপর তিনের পাতায়

হুগলি নদীর বাঁধে হুঁটের ব্যবসা, দুর্বল হচ্ছে নদীবাঁধ

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হুগলি নদী তীরবর্তী নদী বাঁধের বেহাল অবস্থায় মানুষজন আশংকায় ভুগছে। গত ২৬ মে যশ ঘূর্ণিঝড়ের

দিন পূর্ণিমার কোটালে নদীর জল বাঁধ টপকে ডি-রায়পুর এলাকার জনপদে ঢুকে পড়ে। তিন ফটকের কাছেও সুইলিস গেট ক্ষতি গ্রস্ত হয়। গ্রামের মানুষজন হাতের কাছে যা পেয়েছিল তাই দিয়ে কোন রকমে জল আটকায়। গদাখালী-বুড়ুল এলাকাতেও নদী বাঁধের সমস্যা আছে। বর্ষা এবং সামনের কোটালের আগে যদি নদী বাঁধ সংস্কার না হয় তাহলে যে কোনও বিপত্তি ঘটতে পারে সেচ দফতর কাজ শুরু করলেও এলাকার মানুষ জন বলছেন, কাজের সে ভাবে অগ্রগতি হচ্ছে না। ডি-রায়পুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামানিক বলেন, বিডিও সাহেবকে বিষয়টি জানিয়েছি। আমরা চাইছি দ্রুত নদী বাঁধের সংস্কার হোক। হুগলি নদী তীরবর্তী নদী বাঁধের ওপর ইঁটের দোকান গজিয়ে উঠেছে। নদী পথে ইঁট এনে নদী বাঁধের ওপর সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এর ফলে নদী বাঁধ দুর্বল হচ্ছে বলে এলাকার জনগণ অভিযোগ করেন। গত বৃহস্পতিবার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস এ ব্যাপারে নদী বাঁধে নজরদারী করেন।

নেতাজির চরিত্রহননে সাধুবেশে সক্রিয় অসাধুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেতাজির ১২৫তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এবছর মোদী সরকার একটি হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করেছেন। সেই কমিটিতে জনৈকা বিদেশিনী অ্যানিটা পাফকে 'নেতাজি কন্যা' বলে উল্লেখ করা হয়। বাংলার বহু নেতাজি অনুরাগী মানুষের এখানেই আপত্তি। নেতাজি কমিটিতে উল্লেখযোগ্য কোনও নেতাজি গবেষক ঠাঁই না পেলেও বহু রাজনীতির মানুষজন আছেন। তাঁদের দাবি অবিলম্বে অ্যানিটার নাম প্রধানমন্ত্রীর ওই হাই পাওয়ার কমিটি থেকে সরাতে হবে। এই নিয়ে তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে 'হ্যাসট্যাগ' আন্দোলন শুরু করেছে। ওই হাই পাওয়ার কমিটির অন্যতম

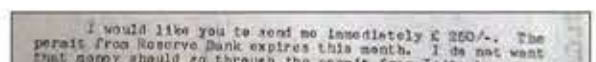

I would like you to send me immediately £ 250/-. The permit from Reserve Bank expires this month. I do not want that money should go through the permit from India because I will not be able to get the details of Anity's identity card. In case I find that she cannot show herself as Mrs.Subhas C. Bose, these documents from Barclays will knock the bottom of Ani's and Anty's manoeuvers.

সদস্য বাংলাদেশের নেতাজি গবেষক আশরাফুল ইসলাম এদেশের নেতাজি অনুরাগীদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

গবেষকদের দাবি যে, সরকারের প্রকাশিত গোপন নেতাজি ফাইলে দেখা গেছে স্বরাষ্ট্র দফতর নেতাজির তথাকথিত স্ত্রী কন্যার গল্পকে মান্যতা দেয়নি। প্রকাশিত অ্যানিটা পাফের জন্মের শংসাপত্রেও সুভাষচন্দ্রের নাম কোথাও নেই। নেতাজির নিজস্ব ঘোষণাতেও স্পষ্ট তিনি বিবাহ করেন নি।

এরপর তিনের পাতায়

পরিবর্ত পরিস্থিতিতে কী হবে রাজনীতির চালচিত্র?

পার্থসারথি গুহ : একদিকে শুভেন্দু অধিকারীর বিরোধী দলনেতার পদকে রাজ্যের শাসক দলের অবজ্ঞা। তার পাশাপাশি আবার শুভেন্দুর কর্তৃত্ব মানতে রাজি নয় বিজেপিরই প্রায় জনা ৩৫ বিধায়ক। এই পরিস্থিতির মধ্যে মুকুল রায়ের অসুস্থ স্ত্রী কৃষ্ণাকে দেখতে হঠাৎ করে হাজির তৃণমূল যুব সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতভাবে সৌজন্যের এই রাজনীতিতে সাড়া দিয়ে মুকুলপুত্র শুভ্রাংশুর স্বাগত জানানো। এই পটভূমির মধ্যেই তৃণমূলে সপুত্র মুকুল রায়ের ফিরে আসা।

আবার রাজ্যের বকেয়া ১১৮ টি পুরসভার ভোট প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মুখে। কোভিড ঝামেলা মিটলেই অতঃপর আরেকটা ভোটের দামামা বেজে যাওয়া। গত ২০১৯ এর লোকসভা ভোট থেকে ২০২১ এর এই বিধানসভা ভোট পর্যন্ত বিজেপির প্রায় ৩৮-৪০ শতাংশ ভোট ধরে রেখে রাজ্যে দ্বিতীয় দল হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় নিয়ে। সেটি হল ১১৮ টি পুরসভা নির্বাচনে কতটা কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারবে বিজেপি। অর্থাৎ তারা কী আদৌ ৩৮ শতাংশ ভোটের কাছাকাছি দিয়ে যাবেন, না গিমিকে পরিণত হবে তাদের অবস্থা। অন্যদিকে শাসকের হাল্কা ব্যাকিংয়ে কং-বাম আবার বিরোধিতার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসবে। যদিও আইএসএফ নিয়ে ফের সেই জোটে একটা কাঁটা খচখচ করতে আরম্ভ করেছে।

অন্যদিকে মুকুলের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন সমীকরণটা অনেকটাই পালটে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শুভেন্দুর নেতৃত্ব মানতে না চাওয়া এই অবস্থার আরেকটি বিন্দুরেখা। ফলে পুরসভার এই বিস্তীর্ণ ভোটে লাজেগোবরে হতেই পারে বঙ্গ বিজেপি। এমনটাই অনুমান রাজনৈতিক মহলের। এমনকি বিজেপির ভোট শতাংশ ৩৮ শতাংশ থেকে কমে সেই ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের মতো ১৭-১৮ শতাংশে এসে ঠেকতে পারে। এসব নিয়েও যথেষ্ট রাজনীতির দোদুল্যমানতা তৈরি হয়েছে। এমতাবস্থায় তাহলে কী হবে আগামীর রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সেদিকে নজর রাখা ছাড়া আপাতত হয়তো অন্য কোনো উপায় নেই। একইভাবে আবার দেখতে হবে পরবর্তীতে কোনও নতুন রাজনৈতিক লাইন তৈরি হচ্ছে কিনা। মোট কথা যাই হবে সেটা হবে করোনাজনিত পরিস্থিতি একটু থিতু হলে। বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের ওপরেও এখানে অনেক আঙুল উঠছে। নিয়মিত তোপ দেগে আরো আসর জমিয়ে দিচ্ছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। সবমিলিয়ে ভোটের আগে যে পদ্ম শিবির সবথেকে হট জায়গায় ছিল তারাই এখন জমে বরফ হওয়ার মুখে।

অসহায় নোনতা গোসাবার চারিদিকে অন্নপূর্ণার আবাহন

ওঁকার মিত্র : বালি আর গোসাবা দুই দ্বীপকে দুভাগ করে বিদ্যাধরীর যে খালটা বয়ে চলেছে তারই বাঁধের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছে কিশোরী বউটা। এক হাতে আটপৌরে কাপড়ের আঁচলের খুট অন্য হাতে ধরা দু-আড়াই বছরের ল্যাংটো ছেলেটা। সেও পাল্লা দিয়ে ছুটছে মায়ের সঙ্গে। চরে ত্রাণবাবুদের নৌকা ভিড়েছে চিঁড়ে-মুড়ি-শুকনো খাবার নিয়ে। কাছাকাছি পাড়ার বউ-ছেলেরা আগেই পৌঁছে গিয়েছে সেখানে। তাদের দিয়েই বাবুরা চলে গেলে কিছুই পাবে না সে। তাই লজ্জার মাথা খেয়ে দৌড়ানো ছাড়া উপায় নেই। এভাবেই বিদ্যাধরী দিয়ে বয়ে চলেছে সরকারি-বেসরকারি ত্রাণের লঞ্চ আর চড়া রোদে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে দুপারের অভুক্ত দ্বীপবাসী। ভেসেছে রান্না করা খাবার নিয়ে বিডিও সাহেবের লঞ্চও। সেখানে সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা নিয়ে চলেছে ভাত-সবজি-ডিমের ঝোল, যার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন চাল-চুলো হারানো গ্রামবাসী বহুদিন পর দুমুঠো ভাত খাবে বলে। সরকারি বা বেসরকারি সব জলযানই চরে ভিড়ছে নিজেদের ইচ্ছামত। যার যেখানে প্রাণ কাঁদছে সেখানে। বেশিরভাগেরই খাদ্য সামগ্রী ফুরিয়ে যাচ্ছে শেষ

প্রান্তে পৌঁছাবার আগেই। অবশ্য ব্যতিক্রম সিভিল ডিফেন্সের দৃষ্টি। তাদের খাবার হাজির হচ্ছে দুলকি, সোনাগাঁর মতো প্রান্তিক গ্রামের মাটিতে। সেখানে এবড়ো-খেবড়ো দাওয়ায় বসে অতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি ঘটাচ্ছেন ছেলে-বুড়ো থেকে গেরস্থ বাড়ির সবাই। গ্রাম পঞ্চায়েত, ভারত সেবাশ্রম, জেলা পুলিশও ক্যাম্প করে বিতরণ করছে রান্না করা খাবার। সেখানেও পাত পড়েছে সারি বেঁধে। টান পড়েছে পানীয় মিঠে জলেও। চোখে পড়ল বাজারের ব্যাগ ফেলে জল নেবার লাইনও। দু'মুঠো অন্ন পেটে দিয়ে সোনাগাঁর দেবাশিস ছুটে এল সরকারি আধিকারিকের কাছে বহুদিন ধরে খারাপ হয়ে থাকা তার গ্রামের একমাত্র টিউবওয়েলটা সারিয়ে দেবার আবেদন নিয়ে। অন্নের আকাঙ্খা আর মিঠে জলে তেষ্টা নিয়ে গত ১৫ দিন ধরে এটাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের অন্তর্গত গোসাবা ব্লকের রোজনামচা।

গোসাবা ব্লকের উত্তরে সন্দেশখালি, পশ্চিমে বাসন্তী, পুবে ঘন জঙ্গলের ধার ঘেঁষে রায়মঙ্গল ও কালিন্দি নদীর ওপারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা। দক্ষিণে গহন বাদাবন। ৮টা দ্বীপের ১৪টা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এখনকার গোসাবা ব্লক। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৯৮ জন যার মধ্যে ৭৪ শতাংশের নির্ভর কৃষি ও মৎস্যচাষে। বাদবাকি সাড়ে ২১ শতাংশ জনমজুর বা অন্য পেশায় যুক্ত আর পড়ে থাকা সাড়ে ৪ শতাংশ বেঁচে আছে কুটির শিল্প নিয়ে। কেমন আছে এরা? বিদ্যাধরীর খাল থেকে উঠে গ্রামের মাটিতে পা রাখলেই পাওয়া যাবে এর উত্তর। চৈত্র-বৈশাখের ধান উঠে যাওয়া যে জমিতে এখন ফসল বা বীজতলা বোনার কথা কয়েকদিনের ব্যবধানে তা নোনাজলে জলে পুড়ে রক্তবর্ণ। আক্ষেপ ঝরে পড়ল রাঙাবেলিয়ার বিপিন আর নির্ঝরের গলায়, দেখেছেন জমিগুলো, যেন নোনা রক্ত চুঁইয়ে উঠছে মাটির তলা থেকে। কবে যে তা স্বাভাবিক হবে তা ভগবানই জানেন। তবে বছর দুয়েকের আগে তো নয়ই। এবার কোনরকমে ঘরে মাটি লাগিয়ে বৌ-বাচ্চা ফেলে শহরে গিয়ে বাবুদের কাছে জনমজুর খাটার পালা।

একই কথা মৎস্যচাষি মহাদেব, গোকুলদেরও। সমস্ত পুকুর ভাসছে নোনা জলে। পাশ দিয়ে গেলে ভেসে আসছে আঁশটে পচা গন্ধ। পুকুরের গাছ-গাছালিও পচতে শুরু করেছে। রবি ঠাকুর আর হ্যামিলটন সাহেবের স্মৃতি বিজড়িত শ্যামলিমায় ভরা গোসাবা এখন কাঁদছে নোনা জলের কবল থেকে বাঁচার আশায়।

রোজ খবর আসছে, দুর্গত মানুষদের আশা পূরণে নাকি জোর কাজ চলছে ব্লকে, জেলায়, নবান্নে। সরকারি বাবুরা দলবল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন ত্রাণ দেবার আবেদন সংগ্রহে। ভাঙা বাঁধে বাসা বেঁধেছে জেসিবি। ডায়নোসরের মতো ঘাড়-মাথা ঘুরিয়ে মাটি তুলে ফেলছে বাঁধের উপর। ভাঙা ঘরের চৌচির হওয়া দাওয়ায় বসে সারাদিন দেখা এই দৃশ্য ওলট পালট করে দেয় ভবিষ্যতের ছবিটা। ঘোর ভাঙে বউটার হঠাৎ চঞ্চলতায়। ভেসে যাওয়া উনুন আর ভেজা বিচালির পাশে সন্তান কোলে এতক্ষণ বসে থাকা পরিতোষের বউটা চেঁচিয়ে ওঠে, ওই নৌকা ভিড়েছে, বাবুরা জিনিস দিবে। বউ বেরিয়ে যেতেই সম্বিৎ ফেরা পরিতোষ দাওয়ায় নিয়ে বসিয়ে দুঃখে কঁকিয়ে ওঠে, আয়লার পর ভেবেছিনু এবার বাঁধটা পাকা হবে। হলো নি, গতবারেও মাটি দিল নি ওরা। এবার সব ফুঁসে উঠেছে। ঘৃণার স্বর গলায়, সেচ বাবুদের এলেম জানা আছে। এরই মধ্যে ঘুরে গিয়েছে কেন্দ্রীয় দল, দ্বীপবাসীদের দাবি কংক্রিট বাঁধের। তবে কিছু না বলেই চলে গিয়েছে তারা। জানিনা শেষ পর্যন্ত কি হবে।

পরিতোষের দাওয়া থেকে উঠতে উঠতে ঢলে পড়েছে সূর্য। বিদ্যাধরীর চরে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে অন্ধকার। নিভু নিভু বাতির আলো উজ্জ্বল করে কালো পর্দা নেমে আসছে গোসাবার দ্বীপভূমি জুড়ে। এগিয়ে আসি রাস্তায় রাখা ভ্যানটার দিকে। পরিতোষ বলে ওঠে, অন্ধকার নামলে অনেকটা স্বস্তি পাই। পুকুর-মাঠের অসহ্য নোনা জলটাকে তো আর দেখতে হয় না। বউটাও ঘরে থাকে। এধার ওধার ছুটে যায় না এটা-ওটা সংগ্রহ করতে। বলতে বলতে ছেলে কোলে তীর বেগে ঘরে ফিরল পরিতোষের বউ। ভ্যানের চাকা গড়াল ঘাটের দিকে। পিছনে পড়ে রইল নোনা গোসাবায় অন্নপূর্ণার আবাহনের সুর।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ১২ জুন – ১৮ জুন, ২০২১

কেন্দ্র নেতাজি মিথ্যা দূর করুক

কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কিছু নেতাজি সম্পর্কিত গোপন ফাইল প্রকাশ করে দেশবাসীর মনে আশা জাগিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আন্দামানে গিয়ে নেতাজির নামে রস আইল্যান্ডের নামকরণ করেছেন। কিন্তু জওহরলাল নেহেরু, প্যাটেল ও কংগ্রেসের যে ধারাবাহিক নেতাজি সম্পর্কিত তথ্য গোপন ও কুৎসার আশ্রয় নিয়েছিল তার থেকে মুক্ত হতে পারেননি বর্তমান মোদী সরকার। অনেক আশা জাগিয়ে কলকাতায় নেতাজি জন্মোৎসব পালন করবার জন্য এসেছিলেন। আশা করা গিয়েছিল কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন। কিন্তু না, সেই চর্বিত চর্বণ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে সত্য প্রকাশের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায় নি। রাজ্যের মানুষ এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীও ২৩ জানুয়ারিকে জাতীয় ছুটি ঘোষণার ও দেশপ্রেম দিবসের রাষ্ট্রীয় মান্যতার দাবি তুলেছিলেন। দুর্ভাগ্য বাংলার, দুর্ভাগ্য অজস্র দেশপ্রেমিক দেশবাসীর। দেশপ্রেম দিবসের পরিবর্তে পরাক্রম দিবস ঘোষণা করলেন যা নেতাজির দেশপ্রেমের অনুসঙ্গে যায় না। জাতীয় ছুটির দাবিও প্রত্যাখ্যান করলেন। বাংলার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ প্রতুল গুপ্তের লেখা 'আজাদ হিন্দের ইতিহাস' যেটি জওহরলাল নেহেরু অনুমান করা যায় রাজনৈতিক স্বার্থে গোপন রেখেছিলেন সেটিও মোদী প্রশাসন প্রকাশ করেনি। সবচেয়ে গুরুতর বেআইনি ও অলৌকিক কাজ হয়েছে নেহেরু প্যাটেল–এর আমলে তৈরি করা নেতাজির তথাকথিত বিবাহ ও কন্যার গল্পকে মান্যতা দিয়েছে এই সরকার। নেহেরু প্যাটেলরা যে কাজ গোপনে চালিয়েছিল মোদী সরকার সেই মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করল। কেন্দ্রীয় নেতাজি জন্মোৎসব কমিটিতে জনৈকা বিদেশিনী অ্যানিটা পাফকে 'নেতাজি কন্যা' হিসাবে সদস্য ভুক্ত করেছে। এটি জাতীয় লজ্জা ও মহা পাপের বিষয়। মোদী সরকার প্রকাশিত ফাইলে পাথুরে প্রমাণ পাওয়া গেছে এমিলি শেঙ্কেল বা অ্যানিটা পাফ আইনগত বা জিনগত ভাবে কোনও ভাবেই নেতাজির সঙ্গে সম্পর্কিত নন। রাষ্ট্র প্রকাশিত ফাইলে অ্যানিটার জন্মে শংসাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আদৌ সুভাষচন্দ্র বসুর নাম নেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গোপন নথিতেও প্রকাশিত হয়েছে তাদের কাছে কোনও খবর নেই নেতাজির স্ত্রী কন্যার কোনও গল্প। নেতাজির নিজের ঘোষণাতেও তিনি অবিবাহিত উল্লেখ করেছেন। নেতাজির ম্যারেজ সার্টিফিকেটও পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে বাংলায় লেখা একটি জাল চিঠি সেখানেও এমিলি ও অ্যানিটার কোনও নাম নেই। ওই জাল চিঠির নানা বানান একাধিক বার সংশোধন করে নতুন বিবাহের জাল চিঠি বানানো হয়েছে। সংশোধিত জাল চিঠিটি কলকাতার নেতাজি ভবনে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রের গোপন নথিকে অস্বীকার করে কি করে।

দাবিদার পরিবারের একাংশ দিনের পর দিন তাদের নানা প্রকাশনার মাধ্যমে নেতাজির তথাকথিত বিবাহের জাল নথি ও জাল ছবি সহ প্রচার করছে এবং দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছে। সেই বিভ্রান্তির শিকার মোদী প্রশাসন হয়েছে। রাজনৈতিক আশ্রয়ী দাবিদার পরিবারের লোকজন তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলের ছত্র ছায়ায় আছে। নেতাজি সত্য প্রকাশের প্রধান অন্তরায় দাবিদার পরিবারের একাংশের ধারাবাহিক মিথ্যাচার। তাদের মন গড়া গল্প যুক্তি তথ্য ও বিজ্ঞানকে ছাপিয়ে গেছে। খুব সহজেই দেশবাসীকে এই মিথ্যার জালে আবদ্ধ করা হয়েছে। দেশের অগণিত নেতাজি প্রেমী মানুষজন অরাজনৈতিক গবেষকরা প্রধানমন্ত্রী নেতাজি কমিটি থেকে বিদেশিনী অনিতার নাম সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন। এই নিয়ে সোস্যাল মিডিয়াতে রীতিমতো হ্যাসট্যাগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিজেপি, তৃণমূল ও বাকি দলগুলির ভাবা উচিত।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র বারো

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাম্ রতাঃ ।।১২।।

অনুবাদ

দেবতার উপাসনায় যারা নিয়োজিত, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম–উপাসকগণ আরও অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

করে এবং ভগবানের নিরাকার নির্বিশেষে সত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নির্বিশেষবাদীরা নাস্তিকদের সমর্থন করে। এভাবেই এই পর্যন্ত আমরা শ্রীঈশোপনিষদের কোন মন্ত্রের সম্মুখীন হইনি যেখানে পরমেশ্বর ভগবানকে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয় যে, তিনি সকলের চেয়ে দ্রুতগামী। যারা অন্যান্য গ্রহলোকের দিকে গমন করছে তারা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যক্তি এবং ভগবান যদি তাদের সকলের চেয়ে দ্রুত গমনাগমন করতে পারেন, তখন নিরাকার নির্বিশেষ রূপে কিভাবে তিনি বিবেচিত হতে পারেন? পরমেশ্বর ভগবানের নিরাকার নির্বিশেষ ধারণা হচ্ছে পরমতত্ত্বের অসম্পূর্ণ ধারণা থেকে উত্থিত অজ্ঞানতার আর একটি রূপ।

তাই যারা সরাসরিভাবে বৈদিক শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করে চলেছে, সেই অজ্ঞ, কপট ধার্মিকেরা এবং তথাকথিত অবতার সৃষ্টিকারীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম অন্ধকার লোকে প্রবেশ করতে বাধ্য, কারণ তারা তাদের অনুগামীদের বিপথে চালিত করে। এই সব নির্বিশেষবাদীরা সাধারণ বৈদিক জ্ঞানহীন নির্বোধদের কাছে নিজেদের ভগবানের অবতাররূপে ভান করে। এই সব নির্বোধদের আদৌ কোন জ্ঞান থালেও, তা অজ্ঞান অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। এই সব নির্বিশেষবাদীরা এমন কি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দেবতার উপাসনা

ফেসবুক বার্তা

AMAZING SURGICAL INSTRUMENTS OF SUSHRUTA

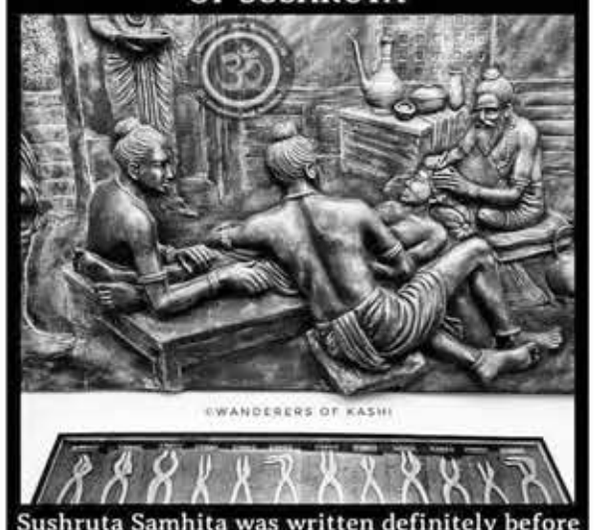

Sushruta Samhita was written definitely before 4500 BCE. Sushruta's Encyclopedia is like modern medical book. He says that surgical instruments should be Made of Stainless Steel.

সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন সুন্দরবনের যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সারা বিশ্বে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করে থাকেন। প্রচার করেন নিজের কথা, ভালোবাসা, ভালো লাগা কিংবা প্রেমপর্ব এমন কি মনের কথা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজের প্রাধান্য এবং নিজে ছবি দিয়ে পোষ্ট করে থাকেন প্রায় সকলেই। প্রচারের সেই মাধ্যমকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জনৈক এক ব্যক্তি।

তিনি ফেসবুক এর মাধ্যমে সমস্ত মনীষী, অসাধারণ জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের জন্মদিবস এবং প্রয়াণ দিবস, তাঁদের বাণী সঠিক দিনেই পোষ্ট করেন। যাতে করে নবীন প্রজন্ম সেই সব ইতিহাস সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত জানতে পারে, পাশাপাশি এলাকার ছেলে মেয়েরা খেলাধূলায় যাতে পারদর্শী হয়ে ওঠে তার জন্য গড়ে তুলেছিলেন একটি কোচিং সেন্টার।

কোচিং সেন্টারের নাম দিয়েছেন চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল কোচিং সেন্টার। নামের মধ্য দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আগামী দিনে তাঁর কি পরিকল্পনা। তাঁর গর্বের বিষয় এই কোচিং ফুটবল সেন্টার থেকে সুন্দরবনের দুই ফুটবলার রাজেশ সরদার ও জিয়ারুল পাইক ডেনমার্ক এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক

ডানা কাপে অংশ গ্রহণ করে। রাজ্য তথা দেশের মুখ উজ্জল করেছিল।

সুন্দরবনের অন্যান্য ব্লকের তুলনা পিছিয়েপড়া প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের সেই জনৈক সমাজসেবী হলেন দেবাশীষ বৈরাগী। এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বন্ধু রয়েছেন দিল্লি, ত্রিপুরা সহ বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, নেপাল, ডেনমার্ক অষ্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলিতে। তিনি গত ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সূচনা করেন। বর্তমানে তার ফলোয়ার সংখ্যা ১৩৪২ হলেও বন্ধুত্বের সংখ্যা ৪৯০৩ জন।

দেবাশীষ বাবুর বন্ধুর তালিকায় সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, গায়ক, অভিনেতা, পুলিশ প্রশাসন, ফুটবলার, ক্রিকেটার সহ অসংখ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এছাড়াও সাহিত্য প্রেমী দেবাশীষবাবু দেশ বিদেশের বন্ধুদের কাছ থেকে কবিতা গল্প সংগ্রহ করে কিছুদিন আগে প্রয়াস নামে একটি সাহিত্য বইও প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি সেই সাহিত্য বই বন্ধুদেরকে ডাকযোগে পাঠিয়েও দিয়েছে বিনামূল্যে।

এহেন দেবাশীষ বাবু আগামী দিনে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সমাজকে প্রয়াসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর তেমনটাই ইঙ্গিত দিলেন এক ছোট্ট সাক্ষাৎকারে।

শস্যগোলাতেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা আবহের মধ্যেই ৫ জুন সর্বত্র পালিত হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। গাছ লাগান, গাছ বাঁচান এই স্লোগানকে সামনে রেখে সবুজ পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে শামিল হয়েছিলেন এরাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য মানুষ। বর্ধমান শহর কিংবা কাটোয়া থেকে কালনা সর্বত্রই এদিন বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তাঁর প্রাণপ্রিয় কর্মক্ষেত্র চাঁদের বিল সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করেন। সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের উদ্যোগে এদিন জেলাজুড়ে সাফাই অভিযান সহ শত শত বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশে পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, এই কর্মসূচি পালনের মধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটাগরিকরা বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি রোপণ করা গাছের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রতি উদ্যোক্তাদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছরই বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সাড়ম্বরে শত শত বৃক্ষচারা রোপণে প্রচারের আলো কেড়ে নেওয়ার পর সারাটা বছর পরিচর্যা বিষয়ে উদ্যোক্তারা চরম উদাসীন থাকে। ফলে সেই চারাগুলির বেশিরভাগই হয় মারা যায় নতুবা বেড়ে উঠতে পারে না। এইভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের যৌক্তিকতা নিয়েও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন।

সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার দিন দুপুরে শিলিগুড়ি পুর নিগমের প্রশাসক গৌতম দেবের সাথে দেখা করলেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জী এবং শিলিগুড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক শংকর ঘোষ। গৌতম দেবের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রথমেই দুজনে খবর নেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের প্রশাসকের শরীর স্বাস্থ্যের। বৈঠক শেষে শংকর ঘোষ জানান, আমরা বিধায়ক সাধারণ মানুষের কাছে বাঁধা আছি। তিনি আরো জানান, শহরের কিছু সমস্যা এবং কিছু পরিকল্পনা নিয়ে তাদের সাথে প্রশাসক কথা হয়। এই ব্যাপার গৌতম দেব জানান মূলত মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যান, শহরের জলমগ্নতা এইসব ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

খ্রীষ্ট সমাজের সেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা ভাইরাসের কারণে চলছে লক ডাউন। লক ডাউনের জন্য যেমন খেটে খাওয়া মানুষদের কাজ নেই। তেমন অনেক ভ্যান, টোটো চালক, যাদের লক ডাউনের জন্য কাজ নেই। সেইসব লোকগুলো চরম সমস্যায় রয়েছে। আর এই সব লোকদের পাশে দাড়াল খ্রীষ্টান ধর্মের মানুষেরা।

এদিন ওদলাবাড়ি চার্চ প্রাঙ্গন থেকে প্রায় ২০০ জন গরিব মানুষ কে রেশন দেওয়া হয়। ওদলাবাড়ি নিকোডিমাস ট্রাস্ট এর ইনচার্জ পাস্টার আমন খান বলেন, করোনার জন্য রাজ্য জুড়ে লক ডাউন চলছে। আর এতেই সমস্যায় পড়েছে গরিব মানুষেরা। কারণ তাদের কাজকর্ম এক দম বন্ধ। বাড়িতে ঠিকঠাক খাবার নেই। তাই নিকোডিমাস ট্রাস্ট পক্ষ থেকে এদিন প্রায় ২০০ মানুষকে রেশন দেওয়া হয়েছে। রেশনে ছিল ১ বস্তা চাল, ডাল, তেল, সোয়াবিন, সাবান সহ বিভিন্ন জিনিস। যাতে এই রেশন দিয়ে কিছু দান চলে এই গরিব মানুষদের। এদিন সব ধর্মের মানুষদের এই রেশন দেয় নিকোডিমাস ট্রাষ্ট। আগামিকাল মালবাজার, তুড়ি বাড়িতে আর ২০০ জন গরিব মানুষ কে তারা রেশন দেবেন। পাশাপাশি আগামি এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন কে রেশন দেবে নিকোডিমাস ট্রাস্ট। এত পরিমান রেশন পেয়ে দারুণ খুশি গরিব মানুষেরা। তাদের দাবি, যে পরিমান রেশন পেয়েছে তাতে ২০–২৫ দিন চলে যাবে। এর জন্য নিকোডিমাস ট্রাষ্ট এবং

অমন খানকে ধন্যবাদ জানাই। উল্লেখ্য গতবার করোনার সময়, এই ভাবে গরিব মানুষদের রেশন দিয়েছিল এই নিকোডিমাস ট্রাস্ট। এদিন উপস্থিত ছিলেন পাষ্টার অমন খান এবং উনার পরিবার, ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বাবু প্রধান, পাষ্টার সুশিল মাঝি, পাষ্টার স্টিফেন তিরকীসহ অন্যান্যরা।

ডোবা চাইনা রাস্তা চাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডোবা চাইনা ,রাস্তা চাই এই দাবিতে এদিন বিক্ষোভে সামিল হলো ময়নাগুড়ি খাগড়াবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হঠাৎ কলোনির বাসিন্দারা। তাদের দাবি, প্রতিবছর বর্ষায় তাদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এ বছরে কয়েক দিনের বৃষ্টিতে তাদের অলিগলি জলে ভরে যাচ্ছে। বিভিন্ন বাড়িতে জল ঢুকে পড়ছে। অনেকের জলের কারণে রান্না পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। শৌচালয় জল ঢুকে পড়ার কারণে রাস্তায় নোংরা আবর্জনা চলে আসে। জলের কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এর সৃষ্টি হয়। এলাকার লোকজনকে দাবি, ১০০ দিনের কাজের মধ্য দিয়ে তাদের এলাকার অলি গলি গুলি উঁচু করে দেওয়া হোক।

এলাকার বাসিন্দা মদন রায় বলেন, আমরা চাইছি আমাদের গ্রামের অলিগলি গুলি উঁচু করা হোক। বসার সময় বিভিন্ন বাড়িতে রান্না পর্যন্ত বন্ধ থাকে। প্রত্যেকটি বাড়িতে জল ঢুকে পড়ে। যা তাতে যেমন সমস্যা হয় তেমনি রোগের আশঙ্কায় আশঙ্কিত হতে হয় আমাদের। দু'বছর আগে জল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য হিয়াম পাইপ বসানো হয়েছিল। তবে সেটা দিয়ে জল পারাপার হয় না।

আজাদ হিন্দ ক্যান্টিন

মলয় সুর : করোনা অতিমারিতে রাজ্যে লকডাউন চলছে। আর এমতাবস্থায় চারিদিকে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ দু–বেলা দুমুঠো ভাত জোগাড় করতে পারছেন না। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ভবঘুরে মানুষজন, রিকশাওয়ালা, ফুটপাতবাসী,

হকাররা, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। এই ভয়ংকর পরিস্থিতি ও ভাবনা দেখেই হুগলি–চুঁচুড়ার বিএড, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পড়ুয়া ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া সুভাষ বোস ওয়েল ফেয়ার অরগ্যানাইজেশনের উদ্যোগে আজাদ হিন্দ ক্যান্টিন চালু হয়। চুঁচুড়া স্টেশন মোড়ে সেখানে গত ১ মাস এলাকার অসহায় মানুষদের রান্না করা খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রতিদিন দুপুরে কমিউনিটি হেঁশেলে ৬০ জন পরিবারের মুখে ভাত, ডাল, সোয়াবিনের তরকারি, ডিম, মাছ বা মাংস সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। সংস্থার সেক্রেটারি হুগলির বাসিন্দা মহসিন কলেজের ছাত্র সায়ন ঘোষ বলেন, অসহায় মানুষেরা খোলা আকাশের নীচে বসে খিদের জ্বালা আর পানীয় জলের জন্য চাতকের মতো তাকিয়ে থাকে। তাই সেই সমস্ত অভুক্তদের খাওয়ানোর জন্য আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু খিদে তো আর লকডাউন মানে না। এদের সঙ্গে কোনও পুঁজি নেই বা রাজনৈতিক সাহায্য। এই কর্মসূচিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় অসংখ্য পরিচিতরা মহৎ কাজে আর্থিক দিক থেকে সাহায্যের জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু আরও অনেকের সহায়তা দরকার। সংস্থার ২০ জন সদস্য সকাল থেকে কর্মকান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। এঁরা হলেন আকাশ বিশ্বাস, বিথিকা ঘোষ, অনুষ্কা চক্রবর্তী, সোমাদীপ ঘোষ, সুমন দাস, বীথি সেনগুপ্ত, সূর্য ঘোষ, নিলয় নন্দী, রোহন সারখেল।

ইয়াস ধ্বংস এলাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি এলাকা ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ঔষধ পত্র, শুকনো খাবার বিতরণ অনুষ্ঠান তাদের পাশে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ওষুধ ব্যবসায়ী সংগঠন প্রগ্রেসিভ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এই এলাকায় প্রায় ২০০ পরিবার তুলে দেওয়া হয় বিনা পয়সা ঔষধ শুকনো খাবার এবং চিকিৎসা করা হয় পিসিডিয়েএ সংগঠনের পক্ষ থেকে কুলপির বলপুকুরগ্রাম টেংরা চোর উত্তরপাড়া শিশু শিক্ষা নিকেতন সারাদিন ব্যাপী ডাক্তাররা অক্সিজেন তাপমাত্রা বিনা পয়সায় ওষুধ শুকনো খাবার বিতরণ করে ওষুধ ব্যবসায়ী সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি ডাক্তার মির হসেন এবং সংগঠনে ডাক্তাররা ব্যবসায়ীরা সদস্যরা এবং কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার উপস্থিত ছিলেন।

ছবি : অরুণ লোধ

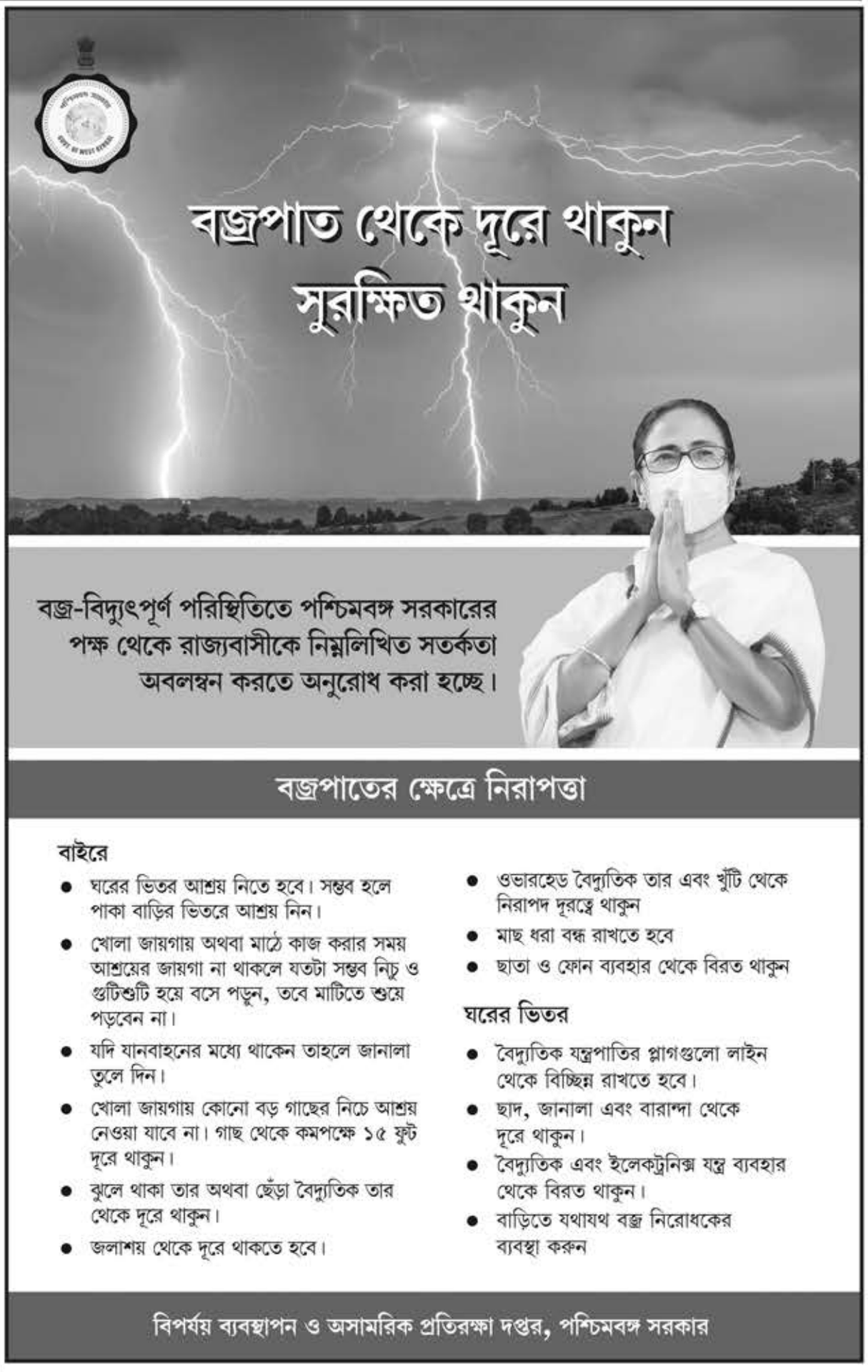

কংক্রিট নদী বাঁধ নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থের মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৌসুনী নদী বাঁধ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করলেন আইনজীবী রাজেশ ক্ষেত্রী। সুন্দরবন নদীমাতৃক এলাকা সেখানে প্রায় ৯টি দ্বীপে মানুষ বসবাস করে এবং সেই দ্বীপগুলির চারিদিকে মাটির বাঁধ দিয়ে নদীর জলকে আটকানো হয়। কিন্তু বিগত দিনে সুন্দরবনে একাধিক বার সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুন্দরবনের একাধিক

এলাকায়। নদী বাঁধ গুলি মাটি দিয়ে হওয়ায় সেই বাঁধে বারবার সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে ভাঙনের মুখে পড়ছে এবং বার বারই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুন্দরবন। সুন্দরবনের মানুষ বারবার একটাই দাবি করে আসছে তাদের কংক্রিটের বাঁধ চাই। ইয়াস ঝড়ের পরে মৌসুনী দ্বীপে যান আইনজীবী রাজেশ ক্ষেত্রী। তিনি সেখানকার সাধারণ মানুষের দুর্দশার অবস্থা দেখে সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট একটি জনস্বার্থ মামলা করলেন। কংক্রিট বাঁধের দাবি নিয়ে এই জনস্বার্থ মামলা হলো বলে জানালেন রাজেশ ক্ষেত্রী। তিনি বলেন, মাননীয় বিচারপতির কাছে এই মামলার দ্রুত শুনানিটা আশা রাখলাম।

ইয়াস পরবর্তী নানা সমস্যা নিয়ে বিডিও অফিসে গণ ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের ইয়াস পরবর্তী নানা সমস্যা নিয়ে সোমবার কুলতলি বিডিওর কাছে গণ ডেপুটেশন দিল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি এপিডিআর। সুন্দরবনের সামগ্রিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সুন্দরবনের মানুষ, প্রকৃতি ও পশু-পাখিকে বাঁচাতে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে নদী বাঁধ তৈরি উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিক

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের ক্ষয় ক্ষতির উপযুক্ত পুনর্বাসন সহ সুন্দরবনবাসীর জীবন-জীবিকার অধিকার সুনিশ্চিত করতে ১২ দফা দাবি সম্বলিত ডেপুটেশন দেওয়া হলো এদিন।কয়েক হাজার অসহায় মানুষদের সাথে নিয়ে এদিন জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের মোড় থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিতে যান এপিডিআরের জেলা সম্পাদক আলতাফ আহমেদের নেতৃত্বে।এ ব্যাপারে আলতাফ আহমেদ বলেন,বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী আমাদের দাবি গুলো খতিয়ে দেখেন এবং কাজ করার আশ্বাস দেন।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : ইয়াসের দাপট চলে গেছে ১২ দিন আগে। আর সে সময়ের ভরা কোটালের জলোচ্ছ্বাসে শেষ করে দিয়ে গেছে সুন্দরবনের গোসাবা, সন্দেশখালি, কুলতলি, রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা, কুলপি, কাকদ্বীপ, সাগর ও নামখানা ব্লকের একাধিক গ্রামকে। নদীর বাঁধ ভেঙে ভেসে গেছে বহু গ্রাম। এখনো বেশ কয়েকটি জায়গা জলমগ্ন আছে। নদীর নোনা জলে শেষ হয়ে গেছে চাষের জমি, পুকুরের মাছ। অসহায় অবস্থা এই সব মানুষ দের।সোমবার ইয়াসের ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে সুন্দরবনে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।এদিন তাঁরা যান পাথরপ্রতিমা ও গোসাবায়। গত কাল রাজ্যে এসে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব নেতৃত্বাধীন ৭ সদস্যের এক কেন্দ্রীয় দল। যুগ্মসচিব ছাড়াও প্রতিনিধিদলে রয়েছেন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরাও। এদিন প্রথমে ওই দল দক্ষিণ ২৪ পরগনা পরিদর্শন করেন। মঙ্গলবার তাঁরা পূর্ব মেদিনীপুরে যাবে। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ শুরু করছে কেন্দ্রীয় দলটি। এদিন সকালে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়াম থেকে কপ্টারে চড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রওনা দেয় একটি দল। পাথর প্রতিমা থেকে গোসাবায় পৌঁছে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা। আরেকটি দল কলকাতা থেকে সড়কপথে যায় বাসন্তীর গদখালিতে। সেখান থেকে নৌকায় চড়ে গোসাবার কোটাল জোড়া এই ফলায় এখনও কার্যত বিপর্যস্ত নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, রায়দীঘির বিস্তীর্ণ এলাকা। কোথাও বাঁধ ভেঙে, আবার কোথাও বাঁধ উপচে ঢোকা নোনা জলে ভেসে গিয়েছে চাষের জমি। ফলে মাথায় হাত পড়েছে

ইয়াস-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা। কথা বলেন অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাথে। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর যাবে কেন্দ্রীয় দলটি। একটি দল যাবে কপ্টারে। আরেকটি দল সড়ক পথে দিঘায় যাবে। মন্দারমণি-সহ সমুদ্র তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা। ইয়াসের তাণ্ডব, আর সঙ্গে ভরা এইসব এলাকার চাষিদের। নামখানার নাদাভাঙায় হরেকরকমের সব্জি চাষ হয়। গাড়ি গাড়ি সব্জি এখান থেকেই যায় নামখানার পাইকারি বাজারে। কিন্তু গোটা এলাকা এখনও জলের তলায়। নামখানার এক কৃষক বলেন, নোনা জলে সমস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কোথায় যাব, কী করব বুঝতে পারছি না। এখান থেকে পাইকারি বাজারে সবজি যেত কলকাতায়। সব শেষ হয়ে গেছে। আরেক কৃষক বলেন, এতদূর জল আসবে ভাবিনি। নোনা জল ঢুকে গেছে। আগামী কয়েক বছর চাষ করা যাবে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো ফসল চলে গিয়েছে জলের তলায়। জমিতে নোনা জল ঢুকে যাওয়ায় আবার কবে চাষবাস হবে, তাও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, এই অবস্থায় কী হবে? কী করে চলবে সংসার? সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা। তবেএই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের তরফে মিলেছে সাহায্যের আশ্বাস। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। কৃষক বন্ধু কার্ড থাকলে দুয়ারে ত্রাণের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি পূরণ পাবেন ক্ষতিগ্রস্তরা। কৃষি দফতর ক্ষয়ক্ষতি দেখার পর যাদের কার্ড নেই তাদের জন্যও ব্যবস্থা করা হবে।আর এখন এই সরকারি সাহায্য টুকুকেই আকড়ে ধরে ফের মূল স্রোতে ফিরতে চাইছেন সব হারানো এইসব মানুষগুলো। তবে সুন্দরবনের মানুষ গুলো চাইছে সুন্দরবনের নদীগুলোর ধারে কংক্রিটের পাকা পোক্ত নদী বাঁধ তৈরি করা হোক। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা এদিন এলাকা ঘুরে দিল্লিতে রিপোর্ট জমা দেবেন।

দুয়ারে শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুয়ারে সরকারের পর এবার দুয়ারে শিক্ষা। সৌজন্যে বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়। করোনার জন্য বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গ্রামেগঞ্জে অনেক পড়ুয়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকেছে পড়াশোনার। বুধবার থেকে বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শুরু হয় দুয়ারে শিক্ষা নামক এক কর্মসূচি । বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্তকুমার দাস বলেন, দীর্ঘ দেড়বছর ধরে বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পঠনপাঠন বন্ধ রয়েছে। পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নেই । গত বছরও এবছরে যারা নতুন ভর্তি হয়েছে তারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের চেনে না । অনলাইনে পঠনপাঠন থেকে অনেকে বঞ্চিত রয়েছে। এমতাবস্থায় পড়ুয়াদের পড়াশোনা কী অবস্থায় রয়েছে, কীভাবে কতটুকু করতে পারছে ইত্যাদি বিষয়ে সরাসরি পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে নতুন পথ দেখাতে প্রতিটি বাড়িতে যাচ্ছি। বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অধীন তিনটি পঞ্চায়েতের চোদ্দটি গ্রাম রয়েছে । সকাল সাতটা থেকে ১০:৩০টা অবধি করা হচ্ছে এই কর্মসূচি। বুধবারে মহঃ বাজারের অধীন শ্রীরামপুর ও জয়পুর গ্রামে মোট তিরিশজন পড়ুয়ার বাড়িতে গিয়েছিল শিক্ষক শিক্ষিকারা। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে জেলার বিশিষ্টজনেরা।

ক্ষমতার জন্যই কী দল বদল?

প্রথম পাতার পর

ভোটের আগে তাদের যে গুরুত্ব কমে গিয়েছিল সেই নিয়ে বারে বারে ক্ষোভ উগরে উঠেছে তাদের মধ্যে। তারা এই সব নেতাদেরকেই দুষছেন এই খারাপ ফলের জন্য। মানুষ তৃণমূলের লোকজনদের আর নিতে বা রাজনীতিতে বা ক্ষমতায় দেখতে চায় না। মুকুল রায়ের দল বদলে তাদের মুখে হাসি ফুটেছে, তাদের আশা বিজেপি আবার ভালো হতে শুরু করবে এবং বিজেপির আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে পারবে আদর্শবান নেতারা। অনেকেরই এখন প্রশ্ন 'ক্ষমতা'র জন্যই কি দল বদল? আদর্শ বলে কি কিছু নেই?

ঘুষের ভবিষ্যত

প্রথম পাতার পর

তবে অনেকের মতে এই লুকোচুরির ঘুষ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় বা শাসকের বদান্যতা লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে। 'নেটিভ' কেরানীদের স্বল্প মাসোহারায় নিয়োগের শর্তই ছিল ঘুষ নিয়ে পুষিয়ে নেওয়া। ফলে কোম্পানির আমলে কেরানী থেকে অফিসাররা এক বিস্তৃত ঘুষের রাজস্ব কায়েম করে যার পুরোটাই উত্তরসূরী হিসাবে লাভ করেছে স্বাধীন ভারতের প্রশাসন। যা ৭৫ বছর পরে আধুনিক ঝাঁ চকচকে প্রশাসনেও বহাল তবিয়তে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেঁচে আছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ফল্গুধারার মতো এভাবেই বয়ে চলেছে ঘুষের স্রোত উপর থেকে যার হদিশ পাওয়া দুষ্কর।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে গর্হিত অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে যুগের পর যুগ স্বমহিমায় বেঁচে আছে এই ঘুষ। এর ভবিষ্যতই বা কি? পুরোনো প্রশাসনের অন্ধকার খাঁজে বাস করত যে ঘুষ সে বেমালুম ভোল পাল্টে ধোপদুরস্ত প্রশাসনের এসি ঘরে সবার অলক্ষ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিভাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। কারণ একাধিক সরকারি তদন্ত সংস্থার মতো শক্তিশালী ওঝাও একে তাড়াতে ফেল মেরে গিয়েছে। নিজেরাই এখন ক্লান্ত অবসন্ন। খোলসের মধ্যে সেঁধিয়ে অলস অবসর যাপনে সাইনবোর্ডটুকু বজায় রেখেছে। রাজনৈতিক অপরাধীদের জন্যও রচিত হয়েছে আইন। কিন্তু কোনও মন্ত্রেই কোনো কাজ হয়নি। সবই বুজরুকিতে পরিণত হয়েছে। ঘুষ তাড়ানো তো দূরের কথা গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতাও দেখাতে পারেনি ওঝার দল। বিফলে গিয়েছে সব মন্ত্রতন্ত্র। বরং সম্প্রতি শোরগোল ফেলে দেওয়া এক ঘুষ কাণ্ড দেখিয়ে দিয়েছে ঘুষে ধরা মানুষদের প্রতি সহানুভূতির ঢল কিছুমাত্র কমেনি। ফলে ঘুষ তাড়াতে সব ওঝারাই ব্যর্থ। অনেকটা সুকুমার রায়ের সেই 'হাওয়ার সাথে যুদ্ধ করে গাত্রে হল ব্যাথা'-র মতো। আর এই যুদ্ধ দেখে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে হেসে কুটিপাটি হয় 'ঘুষ'। আসলে প্রশাসনে, সমাজে যে ঘুষ বাসা বাঁধার কথা আমরা বলি তা হল অলীক। প্রকৃত ঘুষ বাসা বেঁধে আছে আমাদেরই অন্তরের অনেক গভীরে লোভ কুঠুরির মধ্যে। সেই রূপকথার সাগরের নিচে কৌটোয় রাখা প্রাণ ভোমরার মতো। সেখান থেকে বার করে এনে ঘুষ হত্যা করা দুরুহ কাজ। তাই ঘুষের ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল অন্তত যতদিন এই মানব সভ্যতা জীবিত আছে।

বারুইপুরে পরিবহন প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুরে পরিবহণ সমস্যা খতিয়ে দেখলেন পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল।বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে দীর্ঘদিনের পরিবহণ সমস্যায় মানুষ জর্জরিত। এই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার। সোমবার বিধায়কের আবেদনে পরিবহন সমস্যা খতিয়ে দেখতে বারুইপুরে এলেন পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল।এদিন তিনি বারুইপুর ফুলতলার বিডিও অফিসে বিধায়ক, মহকুমাশাসক, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ছিলেন বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধক্ষারা। পরে বারুইপুরে কেন্দ্রীয় বাস টারমিনার্স বিধায়কের সঙ্গে ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। বাস

টারমিনার্সে গিয়ে কোনও কর্মীর দেখা না পেয়ে বিরক্ত হন মন্ত্রী। এক কর্মী পরে হাজির হলে তাঁকে ধমকও দেন মন্ত্রী। রাজ্যে কড়া বিধিনিষেধ উঠে গেলে যেন বাস নিয়মিত থাকে এই জায়গায় সেই ব্যাপারে কর্মীদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী। এদিনের বৈঠকে মন্ত্রীর কাছে সবাই কয়েকটি বাস চালু করার জন্য দেখতে বলেন। অনেক টাকা দিয়ে অটো ভাড়া করে ফুলতলায় এসে বাস ধরতে হয় বলে অভিযোগ করেন অনেকে। তাঁর কাছে ধোসাহাট থেকে হাওড়া ভায়া বারুইপুরের উত্তরভাগ, পিয়ালি টাউন থেকে কলকাতা, সোনারপুর থেকে শিয়ালদহ, ফুলতলা থেকে সুন্দরবনের ঝড়খালি, বারুইপুর থেকে শিয়ালদহ, বারুইপুর থেকে ধর্মতলা, জয়নগর থেকে কৈখালী, পিয়ালি টাউন থেকে ঘটকপুকুর হয়ে এয়ারপোর্ট বাস পরিষেবা চালু করার ব্যাপারে প্রস্তাব দেন বিধায়ক। পরে মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন, বাস টারমিনার্সে বাস যাতে ঠিক থাকে ও জেলায় নতুন বাসরুট চালু করার ব্যাপারেও দেখা হবে। এছাড়া রাস্তায় অটো ও টোটো চলাচল প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, প্রশাসনিক ভাবে দেখা হবে এই ব্যাপারে। এই ব্যাপারে কোনও রাজনৈতিক নেতার হস্তক্ষেপ চলবে না।

সাধুবেশে সক্রিয় অসাধুরা

প্রথম পাতার পর

কিসের ভিত্তিতে কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ নিয়ে নেতাজি অনুরাগী নানা সংগঠন ক্ষোভ উগরে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

একটি বাংলা জাল চিঠি যেখানে এমিলি, অ্যানিটার কোনও নাম নেই সেটিকে দাবিদার পরিবার বিবাহের শংসাপত্র বলে এতকাল দাবি করে এলেও এবছরই আলিপুর বার্তা পত্রিকায় ওই চিঠির অন্তঃসার শূন্যতা প্রকাশ করা হয়েছিল। ওই জাল চিঠিটি সুভাষচন্দ্রের মেজদা শরৎ বসুকে লেখা বলে কথিত। দেখা গেছে জাল চিঠির বাংলা বানান একাধিকবার সংশোধন করে নেতাজি ভবনে এখন রাখা হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী অমিতাভ সেন প্রতিবেদকে জানিয়েছেন যে, দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রেকর্ডেড ইতিহাস থেকে জানা যায় নেতাজি চিরকুমার এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতোই তার ত্যাগব্রতীর জীবন। এমিলি শেঙ্কেল শুধুমাত্র সুভাষচন্দ্রের টাইপিস্ট ছিলেন। অ্যানিটা প্রথম ভারতে এলে তার বিরুদ্ধে দক্ষিণ কলকাতার রোইং ক্লাবের সামনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল বলে তিনি জানান। মিস্টার সেন এও জানান যে, প্রধানমন্ত্রীকে সঠিক তথ্য দিয়ে অবহিত করলে তিনি একাজ করতেন না। সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে অ্যানিটাকে 'কন্যা' মান্যতা দিয়ে ঘুর পথে চিতাভস্ম পন্থী অ্যানিটার তথাকথিত নেতাজি ভস্ম এদেশে নিয়ে আসার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে চাইছে সরকার। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের জনৈক আইনজীবী দাবি করেছেন এমিলি-অ্যানিটাকে ভারতরত্ন কিংবা কোনও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হোক। তিনি আরও লিখেছেন রাশিয়াতে নেতাজির মৃত্যু হয়েছে ও গুমনামী বাবা নাকি আসলে একজন খুনী। এই নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে ফেসবুকে। ওই আইনজীবী কয়েকজন প্রতিবাদকারীকে নানা হুমকি ও অশালীন কথাবার্তা লিখতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। নেতাজি চর্চার অন্যতম অগ্রণী ৮০ বছরের বৃদ্ধ বিজয় নাগকে অত্যন্ত কুরুচিকরভাবে ভয় দেখানো হয়েছে এ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ ফেসবুকে লক্ষ্য করা গেছে।

নেতাজি গবেষক ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী কেশব ভট্টাচার্য সরাসরি জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রীর ওই কমিটি থেকে অ্যানিটার নাম না সরালে কমিটির কাজ করা উচিত নয়। ওই জনৈক আইনজীবী সম্পর্কে তার স্পষ্ট বক্তব্য যে, ইনি নেতাজি সংক্রান্ত নানা মামলা করার কথা সংবাদ পত্রে বললেও কোনও মামলা তিনি দেখেননি। একজন চেতনা সম্পন্ন আইনজীবী কখনোই এমন নেতাজি সম্পর্কে এমন কুরুচিকর বলতে পারেন না। কলকাতা দিল্লিতে বহুবার নেতাজি তদন্ত কমিশনের অধিবেশন হয়েছে কখনই ওই আইনজীবী উপস্থিত হননি বা সোভিয়েতে নেতাজি হত্যার এক টুকরো প্রমাণ দেখাতে পারেন নি।

প্রসঙ্গত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে আলোকিত ভেকধারীরা বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসকদলের অন্দরে বা সংঘ পরিবারের অন্দরে সক্রিয় হয়ে রয়েছেন। এর মূল কারণ হলো নিজের মতাদর্শের রাজনৈতিক দলকে তুলে ধরা এবং ভিতর থেকে শত্রুদলকে নিকেষ করা। এমন কূটনৈতিক রাজনীতির খেলায় নেতাজির মতো এমন এক বিশ্ব পিতাকে কালিমা লিপ্ত করা যে তাদের মোটেই নৈতিক কাজ নয় তা তারা জেনেও এমন কাজে সক্রিয় রয়েছেন। কেন্দ্রীয় শাসক দল নেতাজির সম্মানার্থে বহু কাজকর্ম তুলে ধরেছেন মানুষের কাছে কিন্তু তাদের এই কাজগুলিকে গৌণ করবার লক্ষ্য নিয়েছে এই অসাধু কারবারীরা। পরিবার বা দলের কিছু সদস্যরা এখনও তা বুঝতে পারছে না। এভাবেই নেতাজির আদর্শকে এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতাজি প্রীতিকে গৌণ করে তুলছে ভেকধারীরা। খুব সচেতনভাবেই তাদের এই কার্য কলাপ আপামর মানুষের কাছে এবং সেই দলের কাছে চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। বিজেপিকে এবং সংঘ পরিবারকে এদেরকে আতস কাঁচের তলায় ফেলে মূল স্বরূপটি বোঝা দরকার এবং শীঘ্রই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

বেহালায় বিজেপি'র দুই প্রার্থীর অর্থ ব্যয়ে দুর্নীতির অভিযোগ, বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পূর্ব (১৫৩), বেহালা পশ্চিম (১৫৪) ও ভবানীপুর (১৫৯) বিধানসভা কেন্দ্রে সাম্প্রতিক সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের প্রচারে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে খবর বিজেপি সূত্রে। অথচ কোথায় কোন কোন খাতে কী খরচ হয়েছে তার কোনও বিস্তারিত তথ্য রাজ্য বিজেপি নেতাদের কাছে বা হেস্টিংসে অবস্থিত রাজ্যের প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ে পৌঁছয় নি। ভোটে প্রার্থীর জন্য বরাদ্দ অর্থ নয়ছয় হয়েছে বলে অভিযোগ। আর এ নিয়েই বাড়ছে দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ। এনিয়ে বিজেপি'র দলীয় হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ থেকে শুরু করে ফেসবুকে কর্মীদের করা পোস্টে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বেহালার দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মাসিক ৬০ হাজার টাকা ভাড়ায় দু'টি বিবাহ হল ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সেখানে প্রতিদিন কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া বাবদ প্রতিমাসে বিধানসভা প্রতি ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অভিযোগ, এই টাকা ব্যয়ে বিস্তারিত হিসেব পাওয়া যায়নি। নির্বাচনী পথসভা করার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রতি বিধানসভায় ২-৫ লক্ষ টাকা। প্রতি ওয়ার্ডে বিজেপি'র পতাকা লাগাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। এরও কোনও পূর্ণাঙ্গ হিসেব পাওয়া যায়নি। স্বভাবতই, এ ধরনের ব্যয়ের বহর দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বেহলার বাসিন্দা তথা বঙ্গ বিজেপি'র উদ্বাস্তু সেলের প্রাক্তন আহ্বায়ক সুজিত শিকদার। সুজিতবাবু বলেন, আমি বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের আহ্বায়ক ছিলাম। আমার সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই, একজন অস্বচ্ছ বিজেপি নেতাকে সহ আহ্বায়ক করে দেওয়া হয়। আমি বিষয়টি বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আহ্বায়কের পদ থেকে পদত্যাগ করি। প্রথম থেকেই যেভাবে টাকা পয়সা নয়ছয় করে ব্যয় হচ্ছিল,তার কোনও হিসেব নেই। প্রার্থী তালিকা

দেখেই আমার মনে হয়েছিল, বেহালা পূর্ব ও পশ্চিমে বিজেপির জেতার জন্য নয়, টাকা লুটপাটের জন্যই পায়েল সরকার ও শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের মতো দু'জন অপরিণত প্রার্থীকে ভোটে প্রার্থী করিয়েছে। কারণ এদের সামনে রেকে দলের কিছু নেতার টাকা লুটপাটে সুবিধা হবে। কার্যক্ষেত্রে, হয়েছেও তাই। আমাদের দুটো বিধানসভায় তেমন কোনও মিটিং-মিছিল-পথসভা কিছুই সেভাবে হয়নি। তাহলে এতো টাকা খরচ হল কী করে।

তিনি আরও বলেন, বুথে যারা বসেছেন, সেই কর্মীদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল মাথাপিছু ৪ হাজার টাকা। বেহালা পূর্বে বুথের সংখ্যা ৪৩২টি, বেহালা পশ্চিমে বুথের সংখ্যা ৪৩০টি আর ভবানীপুর কেন্দ্রে ছিল ৪০২টি। এখানেও কয়েক লক্ষ টাকার বড়ো-সড়ো দুর্নীতি হয়েছে। যেসব নেতা-কর্মীরা এই টাকা ব্যয় ও লেনদেনে যুক্ত ছিলেন, তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তিনি বলেন, বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম এবং ভবানীপুর কেন্দ্রে ভোট প্রচারে প্রার্থী ৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এতো টাকা গেল কোথায়? তেমন কোনও প্রচার তো চোখেই পড়লো না। কতিপয় নেতা-কর্মীরা টাকা আত্মসাৎ করায় তার মাশুল দিতে হল বিজেপিকে। এখনই মন্তব্য সুজিতবাবুর। এদিকে আবার শোনা যাচ্ছে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় তো জিতবে না ধরে নিয়ে কোনো খরচই করেনি। এই ঘটনায় হতবাক বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা বিজেপির প্রধান নেতা তথাগত রায়। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সাত মেট্রিক টন তেল পুড়লো আর রাধাও নাচলো না। তাই অবিলম্বে এইসব দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হবে বলে জানান। দলের প্রধান নেতা তথাগত রায়।

বুকিং বিনা এবার ৪৫ উর্ধ্বদের টিকাকরণ

বরুন মণ্ডল : আগামী সোমবার ১৪ জুন থেকে কলকাতা পুরসংস্থার সমস্ত ১৪৪ টি আপার প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থেকে যেখানে কো-ভ্যাকসিন টিকাকরণ চলছে, সেখানে কো-ভ্যাকসিনের ফার্স্ট ও সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হবে (কলকাতার ৪১টি হেলথ সেন্টারে) এবং যেখানে কোভিশিল্ডের টিকাকরণ চলছে সেখানে কোভিশিল্ডের ফার্স্ট ও সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হবে (কলকাতার ১০৩ টি হেলথ সেন্টার) । ৪৫ বা ৪৫ বছরের উর্ধ্বের সেটা ৬০ বছরের উর্ধ্বের বা ৭০ বছরের উর্ধ্বের সকল কলকাতাবাসীরা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এসে লাইনে দাঁড়ালেই করোনা প্রতিরোধের টিকা পাবেন। আগে থেকে স্লট বুকিংয়ের বা নাম লেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই। হেলথ সেন্টারে এসে লাইনে দাঁড়ান। সকাল ৯ থেকে ফার্স্ট ডোজ আর দুপুর দেড়টা থেকে সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হবে। সুপার স্প্রেডারদের ১৪ জুন থেকে আর প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থেকে করোনা প্রতিরোধের টিকাকরণ করা হবে না। কলকাতার সাধারণ নাগরিকরা হেল্‌থ সেন্টার থেকে টিকা পাবেন। আর সুপার স্প্রেডাররা কলকাতাস্থিত যে ১৮টি

মেগা করোনা টিকাকরণ সেন্টার আছে। সেখান থেকে করোনা প্রতিরোধের টিকা পাবেন। আর 'কেএমসি হোয়াটস অ্যাপ বট' অ্যাপের মাধ্যমে স্লট বুকিং করে যারা আসছেন, তারা মধ্য কলকাতার রক্সি সিনেমা (বরো - ৭), উত্তর কলকাতার বিধান শিশু উদ্যান (বরো - ৩), দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (বরো - ১০) আর কোয়েস্ট মলে (পার্ক সার্কাস - ড্রাইভ ইন ভ্যাকসিন) আসবেন, তাদের টিকাকরণ চলবে। এবং তিনটি বাসে 'ভ্যাকসিন অন হুইল' কর্মসূচি যথারীতি চলবে বলে জানান কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে স্লট বুকিং ব্যবস্থাপনা তুলে দেওয়া হচ্ছে। এ রাজ্যের মধ্যে কোভিড নাইন্টিনের প্রাদুর্ভাব যেহেতু কলকাতা মহানগরে যথেষ্ট রকম বেশি, তাই প্রকৃত কলকাতাবাসীদের যাতে বেশি করে করোনা টিকাকরণ করা হয়, সে বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। ৯ জুন কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক জানিয়েছেন, আর ৪০ লক্ষ টিকা পেলে প্রায় সমস্ত কলকাতাবাসীকে ভ্যাকসিনের দু'টি করে ডোজ দেওয়া সম্ভব হবে। কেন্দ্র যদি সময় মতো সমস্ত ভ্যাকসিন দিয়ে দেয়, তাহলে আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে কলকাতার সমস্ত বাসিন্দাদের টিকাকরণ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

ফি বিনা ভর্তির নোটিফিকেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ তরফে রাজ্যের সমস্ত ধরনের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে একাদশ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে তুলে দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের দ্বাদশ শ্রেণিতে আগামী ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ জারি হল এবং তা বাংলার শিক্ষা পোর্টালে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে নথিভুক্ত করার নির্দেশও দেওয়া হল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ফিজ কত নেওয়া যাবে, সে বিষয়ে কোন নির্দেশিকা দেওয়া হল না। ফলস্বরূপ, রাজ্যের কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকার নির্ধারিত ২৪০ টাকা ফি নেওয়ায় বিষয়টি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ধার্য করার দাবি জানিয়েছে। এদিকে রাজ্যের দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে চলা ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ধারণা শিক্ষা সংসদের ৮ জুনের নোটিফিকেশনে ভর্তির ফিজের কোনও উল্লেখ না রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চমাধ্যমিক স্কুল দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ফিজ নিজেদের ইচ্ছা মতো ধার্য করবে। ফলে অভিভাবক-অভিভাবিকারা এই কোভিড প্যান্ডামিক সময়কালে তা দিতে বাধ্য থাকবেন।

ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত গ্রামে গ্রামে বিশ্ব সেবাশ্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ। নামখানা ব্লকের চিনাই নদীর তীরে শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী মহারাজ। উল্লেখ্য কুলতলি ব্লকের ঠাকুরন নদীর পশ্চিম পাড়ের গ্রামগুলিতে, মাগরী নদীর পূর্ব দিকের গ্রামগুলিতে কয়েক হাজার পরিবারের হাতে

পাতিগুনিয়া গ্রামে এমন এক গ্রামবাসী নিজের সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ভিটে-বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে খাদ্য সামগ্রী, নতুন বস্ত্র, মাস্ক, স্যানিটাইজার তুলে দিচ্ছেন

ইতিমধ্যেই ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ। প্রতিদিনই ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন গ্রামে ত্রাণ সেবা চলছে বলে জানালেন শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী মহারাজ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা, কুলতলী, কুমীরমারী এবং অন্যান্য দ্বীপে ভারত সেবাশ্রম সংঘের তত্ত্বাবধানে হিন্দ সংঘ (চেতলা) ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় বহু মানুষকে রান্না করা খাবারের সরবরাহ করা হয়েছে। হিন্দ সংঘের পক্ষ থেকে কৌনিশ ভট্টাচার্য, শুভম দে, সেখ সেলিম, কৃষ্ণেন্দু দত্ত জানান তাদের এই কাজে নিযুক্ত হতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। ভারত সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে যাঁরা সেখানে উপস্থিত থেকে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁরা হলেন নারায়ণ মহারাজ, বিধান মণ্ডল, বাবুসোনা নস্কর, প্রসিত ও অন্যান্যরা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানায় এই সংগঠন। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সভাপতি প্রণব গুহ বলেন, সামান্য প্রচেষ্টায় সামান্য কিছু দানে যদি একদিনও কিছু মানুষের পেট ভরাতে পারি তাতে আমরা নিজেদেরকে অনেক ভাগ্যবান বলে মনে করছি। এমন বিপর্যয় যেন আর না দেখতে হয়। গোসাবা দ্বীপে সংঘের পক্ষ থেকে উপস্থিত থেকে ত্রাণ কার্যে সামিল হয়েছিল সদস্যরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সিভিল ডিফেন্সের সহযোগিতাও ছিল তাদের সাথে।

কলকাতার নিকাশি পদ্ধতির উন্নতিকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগর ক্ষেত্রফলটি কড়াইয়ের মতো-বাটির মতো। এর সঙ্গে কলকাতা পুর এলাকা থেকে বর্ষার জল বের করে দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানান কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসকমণ্ডলীর নিকাশি দফতরের সদস্য তারক সিং। ৮ জুন চেতলা বোর্ড ক্যানেল, তারাতলাস্থিত সিপিটি খাল, পর্ণশ্রীস্থিত বেহালা পাম্পিং স্টেশন নিয়ম মতো পরিদর্শনে এসে বেহালায় উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, কলকাতার আকার বাটির মতো-কড়াইয়ের মতো এটা পুরোপুরি অসত্য। আপনারা সাংবাদিকরা একটু নিকাশি বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করুন। কে কী বললো, আর তা ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেবেন না। কলকাতার নিকাশি নালার সঙ্গে কলকাতার স্থলভাগ বাটির মতো বা কড়াইয়ের মতো উঁচু নিচুর কোনও সম্পর্ক থাকে না। কোনও জায়গা উঁচু আবার কোনও জায়গা এই জায়গার তুলনায় তিন ফুট নিচু হতেই পারে। তারকবাবু বলেন, ড্রেন তার ইঞ্জিনিয়ারিং মেথডে তার স্লোপিংয়ে যাবে। জলটা যাওয়ার জন্য। যেটা ইঞ্জিনিয়ারা করে থাকে। তাতে জায়গা উঁচু-নিচুর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সম্পর্ক যেটা আছে, সেটা হল হুগলি নদীর সঙ্গে কলকাতাস্থিত ইত্যাদি নিকাশি খালের। হুগলি নদীর সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের। সেখানে বর্ষাকালে যদি জলোচ্ছ্বাস হয়, তখন হুগলি নদীর জলস্তর উঁচু হয়। তাহলে নদীতে জোয়ার হয়। ওই জোয়ার কলকাতার বিভিন্ন নিকাশি খালে জলকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়। যেমনটা বর্ষাকালে হয়, দক্ষিণ

কলকাতার কালীঘাট, চেতলা এলাকাসহ ক্যানেল রোড বেহালার ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডে টলি নালাতে জোয়ারের সময় কয়েক ঘন্টার জন্য পথে দোকানে বাড়িতে চলে এসে এক হাঁটু সমান জোয়ারের জল জমে যায়। তারকবাবু আরও বলেন, গত পাঁচ বছরে কলকাতার নিকাশি নালাগুলিতে উল্লেখযোগ্য রকম ডি-সিল্টিংয়ের ফলে কলকাতার নিকাশি নালা গুলি সম্পূর্ণ রকম পলি মুক্ত হয়েছে। ফলে নিকাশি নালা গুলিতে জলধারণ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলেই এবারের বর্ষায় কলকাতায় ঘন্টায় ২০ মিলিমিটার (আগে ছিল ৬ মিলিমিটার) বৃষ্টি হলেও কলকাতার কোথাও জলমগ্ন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তা সত্ত্বেও কলকাতার যেখানে যেখানে লো-ল্যান্ড এরিয়া আছে সেখানে সেখানে বর্ষার জল জমবে। আর তা দ্রুততার সঙ্গে লিফ্ট করে বের করে দেওয়ার জন্য প্রায় ২০০ টি অতিরিক্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্পকে একাজে লাগানো হবে। কলকাতা পুরসংস্থার যে সমস্ত সাপোর্টিং এজেন্সি আছে যেমন - কেএমডিএ ইত্যাদি। তাদের থেকে এই হাই-পাওয়ার পাম্পগুলি আনা হয়েছে।

ভ্যাকসিনেশনে এগিয়ে কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতাবাসীর কোভিড টিকাকরণ বিষয়ে সচেতনতা আছে বলেই দেশের ৫৩ টি মহানগরের মধ্যে কলকাতা কোভিড টিকাকরণে ভারতের মধ্যে প্রথম স্থানে আছে। ৯ জুন পর্যন্ত কলকাতা পুরসংস্থা, কলকাতাস্থিত সরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় ২১ লক্ষ কলকাতাবাসীকে কোভিড টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুম্বই মহানগর। ওখানে এপর্যন্ত ১৭ লক্ষ ব্যক্তির টিকাকরণ সম্ভব হয়েছে বলে জানান, কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, এই ভ্যাকসিনেশন আমরা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যদি ৬০ লক্ষতে পৌঁছতে পারি। তাহলে কলকাতাকে আমরা অতিমারী কোভিড নাইন্টিন থেকে নিরাপদ ঘোষণা করে দিতে পারবো। তিনি বলেন, কলকাতা পুরসংস্থার পক্ষে প্রতিদিন ৫০ হাজার ভ্যাকসিনেশন করার পরিকাঠামো আছে। স্বাস্থ্য

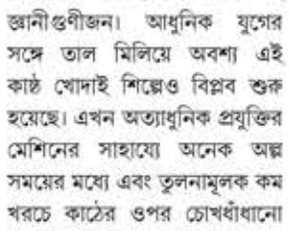

দফতর ও প্রাইভেট সংস্থা মিলিয়ে রোজ কলকাতাতেই প্রায় ১ লক্ষের কাছাকাছি ভ্যাকসিনেশন হতে পারে। আমরা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ভ্যাকসিন ঠিক মতো পাই তাহলে রাজ্যে রোজ আমরা প্রায় ১০ লক্ষ ভ্যাকসিনেশন করতে পারবো। কিন্তু মূল অভাবটাই হচ্ছে ভ্যাকসিন। কখনও কো-ভ্যাকসিন আসছে। কখনও কোভিশিল্ড আসছে। আমাদের কাছে আগামী দিনে কবে কী ভ্যাকসিন আসবে তার কোনও প্রোগ্রাম কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দিচ্ছেন না। আগামী কোন্ তারিখে কত ভ্যাকসিন আসবে তার তালিকা আগেভাগে পাচ্ছি না। বাংলার জন্য ৭ কোটি ভ্যাকসিন লাগবে। কিন্তু আমাদের কাছে কোন্ তারিখে কোভিশিল্ড কত আসবে? আর কো-ভ্যাকসিন কত আসবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কোভিড টিকাকরণে পারফরম্যান্স ও পপুলেশন এই রেশিও অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার যদি একটা ভ্যাকসিন নীতি তৈরি করে দেয়, তাহলে আমাদের পক্ষে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করতেও সুবিধা হবে। আর মাস ভ্যাকসিনেশন করা সম্ভব হবে।

অত্যাধুনিক মেশিনেও চিন্তিত নন কাষ্ঠ খোদাই শিল্পীরা

দেবাশিস রায় : আধুনিক যুগে মানুষের কাজ ছিনিয়ে নিচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন মেশিন। সমাজের কার্যত সর্বক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তির অবাধ দাপট শুরু হয়েছে। সর্বত্রই যেন মেশিনের তর্জন-গর্জন। এমনকি, সংসারের ঝাড়পোঁছ, কাচাকুচি সহ রান্নাঘরের ৬০-৭০ শতাংশ কাজও যন্ত্রনির্ভর। দিনে দিনে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে যেখানে মানুষ যন্ত্র ছাড়া আর কিছু যেন ভাবতেই পারছে না। তবে, এর উল্টোদিকে হেঁটে যাওয়ার মানুষ রয়েছে। যারা যন্ত্রের দাপটকেও ভয় না পেয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে চায়।

একটা সময় যখন মূল্যবান কাঠের ওপর অসাধারণ নকশা খোদাই করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য সুদক্ষ শিল্পীর কদর ছিল তুঙ্গে। তাঁদের হাতের শুধুমাত্র হাতুড়ি ও হরেকরকম বাটালির টুকটাক ঘায়ে কাঠের দরজা, জানালা, খাট, আলমারি সহ বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্রের ওপর ফুটে উঠত নয়নাভিরাম নকশা। কারুকার্যখচিত এসব কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন দেশ-বিদেশের অসংখ্য শিল্পরসিক সহ জ্ঞানীগুণীজন। আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অবশ্য এই কাষ্ঠ খোদাই শিল্পেও বিপ্লব শুরু হয়েছে। এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিনের সাহায্যে অনেক অল্প সময়ের মধ্যে এবং তুলনামূলক কম খরচে কাঠের ওপর চোখধাঁধানো নকশা তৈরির নতুন ধরনের ব্যবসা জমে উঠেছে। প্রযুক্তি, যোগাযোগের সুব্যবস্থা আর বিনিয়োগের কল্যাণে এই অত্যাধুনিক মেশিনের দাপট ঝাঁ চকচকে শহর থেকে শুরু করে মফস্বলের সর্বত্রই চোখে পড়ছে। এই অত্যাধুনিক মেশিনের বাড়বাড়ন্ত সহ অর্থবান কারবারীদের দাপটে অনেকেরই আশংকা ছিল এবার কাষ্ঠ খোদাই শিল্পীদের পেশাগত জীবনে আর্থিকভাবে দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে চলেছে। কিন্তু, বাস্তবে এব্যাপারে তারা কোনওরকমেই চিন্তিত নন বলে সদম্ভে জানালেন এই বঙ্গের লড়াকু কাষ্ঠ খোদাই শিল্পীরা। প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে অত্যাধুনিক মেশিনপত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। পিছিয়ে নেই আমাদের দেশের আনাচকানাচের ক্ষুদ্র হস্তশিল্পক্ষেত্রগুলিও। এতদিন এই শিল্পক্ষেত্রগুলিতে যেসব কাজকর্ম হত তা সবই ঘরোয়াভাবে ও হাতে তৈরি ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির সাহায্যে। সুদক্ষ শিল্পীরা অতি যত্ন সহকারে দীর্ঘ সময় ধরে অভাবনীয় কারুকার্য শোভিত মনোমুগ্ধকর জিনিসপত্র সহ আসবাবপত্র তৈরি করে শিল্পরসিকদের তাক লাগিয়ে

দিতেন। এখন এসব জায়গার কার্যত দখল নিচ্ছে দেশি-বিদেশি অত্যাধুনিক মেশিন। এই মেশিনের কারিকুরিতে পাথর, কাঠ, কাচ সহ নানাবিধ ধাতুর আসবাবপত্রের ওপর অসাধারণ নিখুঁত কারুকাজে মুগ্ধ মানুষ। মেগাসিটি থেকে গ্রামগঞ্জ সর্বত্রই এখন মিতব্যয়ী মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ আসবাবপত্রের চটজলদি চাহিদাকে মান্যতা দিয়ে আধুনিক মেশিনপত্র স্বল্প সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরির জন্য ওইসব কারবারীর দ্বারস্থ হওয়ায় কারবারও বেশ রমরমা। ফলে, বেশ খানিকটা নিয়ে অর্থবান কারবারীরাও কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। শৌখিন মানুষজন তুলনামূলক কম খরচে আর্থিক চাপের মধ্যে পড়ে টিকে থাকার লড়াই করতে হচ্ছে অসংখ্য হস্তশিল্পীদের।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার উদ্ধারণপুরের প্রসিদ্ধ ফার্নিচার ব্যবসায়ী প্রবীর মিস্ত্রি বলেন, বেশ কয়েকবছর আগেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ডিজাইনার মেশিন বের হয়েছে। কাঠের ওপর নকশার কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটারাউজড এই মেশিনের দামও কয়েক লক্ষ টাকা। এখন এই মেশিনের রমরমা সর্বত্রই। তবে, মেশিনের কারণে সুদক্ষ কাষ্ঠ খোদাই শিল্পীরা কিছুটা চাপের মধ্যে পড়লেও তাঁদের কাজ হারানোর কোনও আশংকাই নেই। কারণ, মেশিনে নকশার ফিনিশিং টাচ দিয়ে সম্পূর্ণ আসবাবপত্র তৈরির জন্য সুদক্ষ কারিগরদেরই প্রয়োজন হবে। দাঁইহাট শহরের পাতাইহাট এলাকার প্রবীণ কাষ্ঠ খোদাই শিল্পী রামপদ মণ্ডল বলেন, নকশা কাটার মেশিন তার মতো কাজ করবে। আমরা আমাদের মতো কাজ করব। আমরা মাথা ঘামিয়ে যেসব নকশা তৈরি করব তা মেশিন পারবে না। কিন্তু হ্যাঁ মেশিনে দরজা, জানালা, আলমারির পাল্লায় এমন কিছু সূক্ষ্ম নকশা তৈরি হচ্ছে যা আমাদের পক্ষে হাতে করাটা অসম্ভব না হলেও বেশ সময় ও খরচ সাপেক্ষ। যা অনেক ক্রেতার সামর্থ্যের বাইরে। তবে, এটুকু বলতে পারি এই নকশা খোদাইয়ের কাজে মেশিন আসায় ক্রেতাদের কিছুটা সময় ও আর্থিক সাশ্রয় হলেও বর্তমানে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে খুব সমস্যা হবে এবং সেজন্য আমরা অর্থাৎ ক্ষুদ্র শিল্পীরা যে কঠিন আর্থিক চাপের মুখে পড়ব সেই আশংকার এখনও তো কিছু দেখছি না।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com